আমি কে, যীশুর শিষ্য?

মার্ক ৮:৩৪-৯:১

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যীশু কে? নিজের সম্বন্ধে লোকেরা কী বলে, বা শিষ্যরা কী বলে, তা জানার পর যীশু নিজে শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করলেন, 'যীশুই প্রকৃত মশীহ, যিনি আমাদের পরিবর্তে দুঃখ ও মৃত্যু ভোগকারী, এবং পুনরুত্থিত জীবিত ঈশ্বরের পুত্র।' প্রকৃত মশীহের পরিচয় পাবার পর, আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখী হই, তা হল, 'আমি কে? আমি কি তাঁর শিষ্য?' আজ আমরা প্রত্যেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব, এবং এর অর্থ কী, তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

পিতর-আন্দ্রিয় ও যাকোব-যোহন গালীল সাগরের তীরে যীশুকে অনুসরণ করার যে আহ্বানে পেয়েছিলেন (মার্ক ১:১৬-২০), তার অর্থ এখানে যীশু ক্রুশের প্রেক্ষাপটে তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রথম আহ্বানে তারা তাদের সকল বিষয় ত্যাগ করে যীশুর অনুসরণ করেছিল। কিন্তু যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ উপলব্ধি করার পর কি তারা সেই পথে ক্রমশ চলবে? আবার, এই আহ্বান যীশু কেবল শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত লোকের কাছে উপস্থিত করেছেন (৩৪ পদ)। আজ এই আহ্বান আমাদের কাছে উপস্থিত।

যীশু কে, এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়, আমাদের জীবনে তাঁর প্রয়োজন আর কারোর দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়। তাঁকে আমরা সকলে সাদরে গ্রহণ করতে আগ্রহী, কারণ কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব পাপ ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ। কিন্তু আমরা ভুলে যাব না যে, তিনি আমাদের জন্য এই মুক্তি এনেছেন ঈশ্বরের পথ, ক্রুশের মাধ্যমে। পিতর প্রথমে তা বুঝতে পারেনি, তাই, ঈশ্বরের পথের (দুঃখভোগ থেকে মহিমা) পরিবর্তে শয়তানের পথকে (দুঃখভোগ ব্যতীত মহিমা) যে বেছে নিয়েছিল। যীশু আমাদের ভালোবাসেন, তাই, তিনি চান ঈশ্বরের পথে আমাদের ফিরিয়ে আনতে, পিতর তথা আমাদের প্রত্যেককে তিনি বলতে চান, "দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়; লোকে যখন যীশুকে তাড়না করেছে, শিষ্যদেরও করবে" (যোহন ১৫:২০)। তাই, (১) যীশু তাদের অন্ধকারে না রেখে, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন, যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ কী? যীশু মানুষকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে বা টোপ ফেলে নিজের দলে টানতে চাননি; তিনি আসেননি আমাদের সহজ জীবন দিতে, কিন্তু তিনি এসেছেন আমাদের মহৎ করতে। (২) অবশ্য এই কাজ তিনি অন্য নেতাদের ন্যায় কেবল আদেশ বা জ্ঞান দিয়ে সম্পন্ন করেননি; তিনি নিজে সেই কাজ করেছেন (ইব্রীয় ৪:১৫), তিনি আমাদের ক্রুশ বইতে বলেন, কারণ তিনি নিজে প্রথমে আমাদের জন্য ক্রুশ বয়েছেন। তাই, তিনি আমাদের বলেন, "নিজেকে অস্বীকার কর, নিজের ক্রুশ তুলে নাও, ও যীশুকে অনুসরণ কর" (৩৪ পদ)। কিন্তু এই কথার অর্থ কী? ক্রুশ-বহন সম্বন্ধে বাইবেল কী বলে?

ক। ক্রুশ-বহন সর্বদা স্বেচ্ছায় সাধিত হয়

ক্রুশ বহন করতে যীশু যদিও আমাদের আহ্বান করেন ও চ্যালেঞ্জ দেন, তথাপি তা পালনের জন্য আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটা কোন আকস্মিক দূর্ঘটনা বা এড়িয়ে যাবার কোনরূপ উপায় নেই, এমন কাজ নয় (কোন বিশেষ রোগ, বা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বা খুব কাছের মানুষের মৃত্যু)। আমার কাছে ক্রুশ হল এমন বিষয়, যা যীশু ও সুসমাচারের জন্য আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারি।

খ। ক্রুশ বহন হল একটি ভালোবাসার কাজ

এর জন্য মূল্য দিতে আমরা ভালোবাসায় এগিয়ে আসি। আমাদের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের পরিবর্তে যীশুকে ক্রুশ বহনে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই, যারা ভালোবাসার যোগ্য নয় বা যারা ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে পারে না, বা আমাদের ঘৃণা করে, এমন লোকদের ভালোবাসতে যীশু আমাদের শিখিয়েছেন (নিজের স্ত্রীকে"স্বামীকেবা নিজের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা নয়)। তাই, "ক্রুশ বহনকে" এভাবে বর্ণনা করা যায় — ১করি ১৩ অধ্যায়ে 'প্রেম'-এর পরিবর্তে 'ক্রুশ বহন' শব্দের ব্যবহার। এর অর্থ, নিজেকে অস্বীকার করে, ত্যাগ-স্বীকার করে, ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

গ। ক্রুশ বহন হল কঠিন কাজ

এই কাজ সহজ নয়। তাই, শিষ্যরাও যীশুকে বাধা দিয়েছিল। যীশু যখন ক্রুশ বহন করেছেন, শিষ্যরা সবাই বন্ধ দরজার আড়ালে নিজেদের লুকিয়েছিল। পরে পৌল যখন ক্রুশের কথা বলতে গেছেন, তিনি উপলব্ধি করেছেন, "ক্রুশে হত যীশু ইহুদিদের কাছে বিঘ্ন, এবং গ্রীকদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ" (১করি ১:২৩)। আপনার কাছেও কি তা বিঘ্ন বা মূর্খতাস্বরূপ? তিনি বলেন, "এখনও অনেক হারানো মেষ আছে, যাদের আমার খোঁয়াড়ে আনতে হবে" (যোহন ১০:১৬)। তিনি বলেন, "শিশুদের আমার কথা বলার জন্য সাণ্ডে স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "মণ্ডলী-গৃহ নির্মাণে অর্থের প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "মিশনারীদের কাজের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন।" আপনি কি নিজেকে অস্বীকার করে, যীশু ও তাঁর সুসমাচারের জন্য আপনার ক্রুশ তুলে নিতে আগ্রহী? নাকি এই ক্রুশ আপনার কাছে বিঘ্ন বা মূর্খতাস্বরূপ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন একটি প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর: "আপনি কে?" আপনি যদি তাঁর ক্রুশকে চিনে থাকেন, যা আপনাকে পাপ ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছে, আপনি নিশ্চয়ই সেই ক্রুশকে বহন করতে নারাজ হবেন না। ক্রুশ বহন করতে আপনার ইচ্ছা, তাঁর প্রতি আপনার শিষ্যত্বেরই প্রকাশ। আজ আমাদের প্রত্যেককে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা হল, "আমি আমার জীবন বিনষ্ট করব, না, আমার জীবন বিনিয়োগ করব?" ক্রুশ-বহন প্রত্যেক বিশ্বাসীর দায়িত্ব, এর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে, এমন ব্যক্তি কেমন জীবনযাপন করবে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই জীবনই আমাদের পরিত্রাণের বাহ্যিক প্রকাশ।

প্রকৃত মশীহ আমাদের কাছে প্রকৃত শিষ্যকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃত শিষ্যর জন্য পুরস্কার হল, আরও খ্রীস্ট-সদৃশ হয়ে ওঠা এবং একদিন খ্রীস্টের মহিমায় অংশ নেওয়া (৯:১ পদ)। আপনি কার কথা শুনবেন, শয়তানের না যীশুর? শয়তান আপনাকে মহিমার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু শেষে আপনি লাভ করেন দুঃখ-যন্ত্রণা। যীশু আপনাকে দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু আপনি শেষে লাভ করেন মহিমা। আপনি কার? ৪র্থ শতাব্দীর 'টেলেমাখুস'-এর উদাহরণ — রোমের রঙ্গমঞ্চে মানুষের রক্ত নিয়ে খেলার সমাপ্তি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)